ভূমিকা:

"শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব" ধারণাটি উন্নয়ন করা হয়েছে, মূলতঃ মানসম্পন্ন শিক্ষার জরুরি প্রয়োজন সম্পর্কে সমাজে গভীর সচেতনতা তৈরীর জন্য। আমরা "শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (SSDF)"-এর অধীন গ্রাম এবং শহরতলীর পিছিয়ে পড়া স্কুলের জন্য "শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে চলেছি। নাটোর সদর উপজেলার গ্রাম ও শহরতলী মিলিয়ে ১০টি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২৬৭৪ শিক্ষার্থীকে এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

১. মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিটি ক্লাসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল তৈরী করা ও দল পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করা:

প্রতিটি ক্লাসে দল তৈরী ও নেতা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত বছর যেহেতু দল তৈরী ও নেতা নির্বাচনের কাজটি করা হয়েছিলো বিধায় এবছর প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয় নিজেদের উদ্যোগে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। এই থেকে বোঝা যায়, **"দলভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি"** বিদ্যালয়সমূহ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। এছাড়াও এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

২. প্রধান শিক্ষক কর্মশালা ও এসএসডি কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান:

১০ টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সাথে এক দিনের কর্মশালা করা হয়েছে এবং এসএসডি কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরণের দায়িত্ব বোধ তৈরী হয়েছে এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব বোধের জায়গা থেকে একটি "প্রধান শিক্ষক ফোরাম" গঠন করেছেন। এই ফোরাম নিজেদের ভালো অনুশীলনগুলো সহভাগ করবেন এবং নাটোরের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোকে এই প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

সমাজ সবসময় অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে থাকে কিন্তু উক্ত সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য কর্মসূচির মালিকানা ধারণ করে না। এসএসডি সমাজের এই মালিকানা বোধ জাগ্রত করণে কাজ করছে। প্রধান শিক্ষক কর্মশালা মালিকানা

বোধ জাগ্রত করণের একটি প্রয়াস এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অংশীজনদের এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। ইতোমধ্যে "প্রধান শিক্ষক ফোরাম" নিজেদের উদ্যোগে একটি শিক্ষা সফর সমাপ্ত করেছে। উক্ত শিক্ষা সফর তাদের মাঝে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। ভবিষ্যতে তারা এধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণা অর্জন করে তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টা অব্যহত রাখবেন। এই শিক্ষা সফরে তারা নতুন তিনটি বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক ও দুইজন সহকারী শিক্ষককে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার আত্ম-নির্ভর নারী সংস্থা পরিদর্শনের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরতা অর্জনের প্রক্রিয়া এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা পেতে সক্ষম হয়েছেন।

৩. দলভিত্তিক সেল্ফ-মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন:

বিদ্যালয়সমূহের দূর্বল ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকদের উদাসীনতা যেন শিক্ষার্থীদের জীবনে একধরণের বিশৃংখলা বোধ গড়ে তুলছে। বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষার্থীরা নিয়ম শৃংখলা না শেখে তাহলে কোথায় শিখবে? বর্তমান পাঠ্যক্রমে দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণ বিষয়ে মূল্যায়ন করার বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু তা খাতা কলমে সীমাবদ্ধ, বাস্তবতায় নেই। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা এসএসডিএফ-এর পক্ষ থেকে উদ্ভাবনীমূলক দলভিত্তিক সেল্ফ-মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছি। যা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ সারা ফেলতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিয়েছে এবং বেশ সততার সাথে তা সম্পাদন করেছে।

মনিটরিং পরিমাপক এবং ভিত্তি তথ্য নির্ধারণ:

যে সমস্ত পরিমাপকের উপর ভিত্তি করে এই মনিটরিং-এর ভিত্তি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা হলো; ১. নিয়িমিত ক্লাসে আসে, ২. নিয়মিত বাড়ির কাজ করে আনে, ৩. ক্লাসে দলীয় কাজে সক্রিয় থাকে, ৪. সকলের সাথে ভালো আচরণ করে, ৫. ক্লাস/দলীয় শৃংখলা মেনে চলে, ৬. নিজের উন্নতির জন্য সদা চেষ্টা করে। সংগৃহিত দলভিত্তিক ভিত্তি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দশটি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২১০০ জন। এদের মধ্যে সবুজ পেয়েছে: ১০০৫ জন (৪৮%), হলুদ পেয়েছে: ৪৬৭ জন (২২%) এবং লাল পেয়েছে ৬২৮ জন (৩০%)।

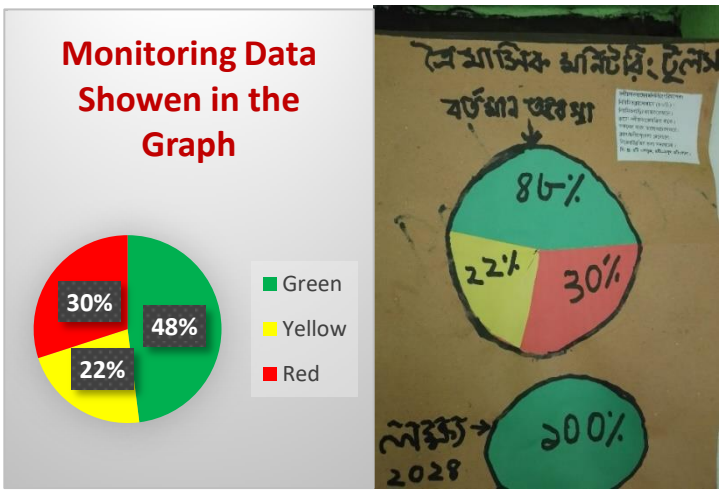

বি: দ্র: এই ছয়টি পরিমাপকের মধ্যে কমপক্ষে যারা ৫টি অর্জন করেছে তারা: 'সবুজ রং', যারা ৪টি অর্জন করেছে তারা: 'হলুদ রং' এবং যারা ৩টি বা তার কম অর্জন করেছে তারা: 'লাল রং' এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা মূলতঃ ভিত্তি তথ্য হিসাবে গণ্য হবে এবং প্রতি তিন মাস পরপর পুণঃমূল্যায়নের মাধ্যমে এর অগ্রগতি যাচাই করা হবে।

৪. প্রধান শিক্ষক ও স্কুল সভাপতি সভা:

প্রধান শিক্ষক ও স্কুল সভাপতি সভা মূলতঃ এসএসডি কার্যক্রম শক্তিশালী করণের একটি বড় পদক্ষেপ। আমরা জানি বর্তমানে

বিদ্যালয়সমূহ স্থানীয় রাজনীতিকদের প্রভাব মুক্ত নয়। ফলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দের ব্যক্তিটিই সভাপতি হয়ে থাকেন। আর এই মনোনীত ব্যক্তিটি কতটুকু যোগ্য সে বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যক্তিদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রধান শিক্ষক ও সভাপতিদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ সভাপতিই স্কুলের তেমন খোঁজ খবর রাখেন না। এটা যেন এক অলংকারীক পদে পরিণত হয়েছে। এই আলোচনা সভা থেকে তারা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জেনেছেন এবং এখন থেকে তারা নিয়মিত বিদ্যালয়সহ বিদ্যালয়ের ক্লাস পরিদর্শনের অঙ্গীকার করেন। একজন সভাপতি ইচ্ছা করলে তার এলাকার সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের অনেক উন্নয়ন করতে পারেন এই বিষয়টি যেন তাঁদের নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সভা থেকে বাস্তবায়নের জন্য তিনটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়; ১. সভাপতিরা নিয়মিত মাসিক স্টাফ মিটিং-এ উপস্থিত থাকবেন, ২. পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ের সাথে এলাকার সকল শ্রেণির মানুষকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নিবেন, এবং ৩. নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠদানসহ সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন।

৫. ইংরেজী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও ইংলিশ ক্লাব গঠন:

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। এখন মানুষ আর কোনো একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। মানুষের জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে সে তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করছে। এই বিস্তরণের ফলে মানুষের আজ ভাষাগত দক্ষতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে যতটুকু ইংরেজী ভাষা শেখানো হয় বা শিক্ষার্থীরা যতটুকু দক্ষতা অর্জন করে তা দিয়ে এই গ্লোবাল চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ফলে এই বিশ্বায়নের যুগে কর্মক্ষেত্রে আমাদের সন্তানেরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। যা পারিবারিক এবং ব্যক্তি জীবনে নানা

রকম হতাশার সৃস্টি করছে। এই হতাশা থেকেই সৃস্টি হচ্ছে নানা পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা। পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা একটি দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতাকে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইংরেজী শিক্ষকদের সক্রিয় করে আমরা ইংরেজী শিক্ষায় টেকসই একটি ধারা উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে তারা বিদ্যালয়ে ইংলিশ ক্লাব গঠনের মাধ্যমে ইংরেজী চর্চা অধিক কার্যকরী করে তুলতে পারে তার কৌশল শেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ইংরেজী শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে ইংলিশ ক্লাব গঠন করেছেন এবং ক্লাব সদস্যদের প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন বিষয়ে চর্চায় উদ্বুদ্ধ করছেন।

ইংলিশ ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে সংশ্লিষ্ট ইংরেজী শিক্ষকগণ দায়িত্ব পালন করছেন। উপদেষ্টাদের একটি করে গাইড বই (Road to Learning English book) সরবরাহ করা হয়েছে। তাঁরা প্রতি সপ্তাহে একদিন ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে বসছেন এবং একটি করে টপিক দিচ্ছেন এবং নেতারা সপ্তাহ ধরে তার দলের সদস্যদের অনুশীলন করাচ্ছেন। এই ইংলিশ ক্লাবই ভবিষ্যতে প্রতিটি স্কুলে ইংরেজী চর্চার একাট স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। আমরা এসএসডিএফ-এর পক্ষ থেকে নিয়মিত পরিদর্শন করছি ও বাস্তবায়নে উৎসাহিত করছি।

৬. শিক্ষা বান্ধব গ্রাম উন্নয়ন উদ্যোগঃ

"শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব" ধারণাটিকে অধিক উপযোগী করার লক্ষ্যে আমরা 'শিক্ষা বান্ধব গ্রাম উন্নয়ন উদ্যোগ' শিরোনামে একটি কার্যক্রম শুরু করেছি। স্কুলসমূহকে আমরা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, যেসকল সমস্যা তারা মোকাবেলা করছেন, তা যদি তারা সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা করেন, তবে সহজেই সমাধান করতে পারবেন। নানা কারণে গ্রামের মানুষ যেহেতু স্কুল বিমূখ হয়ে পরেছে, বিধায় এই অবস্থা উত্তরণে স্কুলকে গ্রামে যেতে হবে এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে। স্কুলসমূহ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রাম পর্যায়ে সভার আয়োজন করেছেন। এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময় কালে এলাকাবাসী তাদের সন্তাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, সামাজিক অধপতনের কথা তুলে ধরেছেন। স্কুল শিক্ষাদানে যে সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা করছে তা তুলে ধরেছেন এবং সকল পর্যায় থেকে উত্থাপিত বিষয়গুলির সাথে সবাই একমত পোষণ করে এর সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য একমত পোষণ করেন। তাঁরা এই অবস্থার উন্নয়নে 'শিক্ষা বান্ধব গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' গঠন করতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। প্রতিটি এলাকায় তিনজন নারীসহ ৯/১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি **গঠন করা হয়েছে**।

৬. ডিবেটিং প্রশিক্ষণ ও ক্লাব গঠন:

একটি যুক্তিনির্ভর সমাজ বিনির্মানে ডিবেটিং এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোনো বিষয় জন সমক্ষে তুলে ধরা বা নিজের যোগ্যতা প্রমান করার ক্ষেত্রে ডিবেট চর্চা অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক ছেলে-মেয়ে আছে যারা সর্বচ্চ ডিগ্রী অর্জনের পরও অনেক ক্ষেত্রে নিজকে তুলে ধরতে ব্যর্থতার জন্য সফলকাম হতে পারে না। নিজেদের জড়তা কাটিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থাপন করার কৌশল অর্জনে ডিবেটিং চর্চা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অতএব, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুক্তিনির্ভর এবং যোগ্য মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার মানসে প্রতিটি বিদ্যালয়ে "ডিবেটিং ক্লাব" গঠন করা হয়েছে এবং ডিবেটিং বিষয়ে ৮ জন শিক্ষার্থী ও ২ জন করে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭. কৃষি ক্লাব গঠন:

গরীব শিশুদের খাদ্যপুষ্টির মান উন্নয়নে কৃষি ক্লাবের মাধ্যমে দ্রুত আহরণযোগ্য ফল জাতীয় কৃষি ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এবছর প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দুই থেকে পাঁচটি পেঁপে গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যাতে সে নিজ উদ্যোগে পরিবারের সহায়তায় নিজের বশত ভিটায় এই কাজটি শুরু করে। কৃষি শিক্ষক এই কার্যক্রম সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন, পাশাপাশি এসএসডি-এর পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধ করণে প্রয়োজণীয় সহায়তা করা হচ্ছে। গত ২৯/০৯/২০২৪ তারিখে কৃষি শিক্ষকদের সাথে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সকলেই বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে কিছু স্কুল এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। নীচের ছবিতে বামে বারঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও ডানে নাটোর সুগার মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম তুলা ধরা হলো।